ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প

কামাল আরসালান

দেশের কমপিউটারায়ণে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

ভোটদান পদ্ধতি আধুনিকীকরণ এবং ভোটের কারচুপি নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় সংসদে ভোটারদের আই ডি কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন আগামী নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের আইডি কার্ড সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যুগের প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন কমপিউটার ডাটা বেস ভিত্তিক ভোটার আইডি কার্ড দেয়ার পরিকল্পনা নেয়। দেশের সবচেয়ে বড় এই কমপিউটার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দেশের বিশিষ্ট কমপিউটারবিদদের নিয়ে বিশেষজ্ঞ ও টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয় এবং বিভিন্ন দেশী-বিদেশী কমপিউটার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাবসহ দলিল পত্র চাওয়া হয়। দুই শতাধিক আবেদন পত্র থেকে ৬০টি নির্বাচিত করা হয়। জুন মাসের ১৫ তারিখে চূড়ান্ত টেন্ডার ডাকা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভোটার কার্ড কেমন হবে, কি পদ্ধতিতে ভোটারদের ডাটা ও ছবি এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ কার্ডে সংযোজন করা হবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব ভোটারকে আই ডি কার্ড পৌছানো যাবে কিনা এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যবর্গ এবং ভেন্ডারদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যরা জানিয়ে দিয়েছেন যে ছয় মাস সময়ের মধ্যে দেশের সব ভোটারদের আইডি কার্ড দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ভেন্ডাররা দৃঢ়ভাবে বলছেন যে বিলম্ব না করে টেন্ডার ডেকে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিলে ৬ মাসের মধ্যে ভোটার কার্ড দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব।

মে মাসের শেষ দিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে ৬ মাসের মধ্যে ভোটার আইডি কার্ড সরবরাহে দেশের কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলোর অক্ষমতা জানানোর প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন সরকারকে অবগত করেছেন যে আগামী নির্বাচনের আগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৬ কোটি আইডি কার্ড প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এই সংবাদটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় কমপিউটার কোম্পানীগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভোটার আইডি কার্ড ও ডাটাবেসে আগ্রহী ২৫টি কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রেসক্লাবের ভিইপি লাউঞ্জে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে উপস্থিত সাংবাদিকদের দৃঢ় কণ্ঠে জানানো হয় যে তাঁরা আগামী নির্বাচনের আগে ৬ কোটি আইডি কার্ড সরবরাহে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজনকারী কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল, ডলফিন কমপিউটার্স লিঃ, মাল্টিলিংক লিঃ, ফ্লোরা লিঃ, আইবিসিএস প্রাইমেক্স সফটওয়্যার লিঃ, কমপিউটার সল লিঃ ইত্যাদি। এটি এন্ড টি, (যুক্তরাষ্ট্র), ভেরিডাটা কার্ডস এ, বি, (সুইডেন), ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন (যুক্তরাষ্ট্র)সহ কয়েকটি বিদেশী কোম্পানীর প্রতিনিধিরাও উক্ত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

সম্মেলনের অন্যতম বক্তা ফ্লোরার জনাব নুরুল ইসলামকে কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে তার মতামত চাওয়া হলে, তিনি বলেন যে– "জাতীয় সংসদে ভোটার আইডি কার্ডের বিধান পাশ হওয়ার পর ভোটারের বৃত্তান্ত, ছবি, বৃদ্ধাঙ্গুলীর ছাপ অথবা সাক্ষর সম্বলিত কার্ড প্রদান করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে দেওয়ার পর শুরু থেকেই নির্বাচন কমিশন পুরাপুরি সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত করে। ডিসেম্বর '৯৪ তে বিলটি পাশ হলেও মাত্র ৯ দিনের নোটিসে বিগত ৬ই মার্চ '৯৫তে কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলোকে তালিকা ভুক্তির জন্য আহ্বান করা হয়। এত অল্প সময়ে এত বড় কাজের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানানো হলে মাত্র ১ সপ্তাহ অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়। জাতীয় গুরুত্বের কথা চিন্তা করে কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারিত ২১ শে মার্চেই তাদের প্রস্তাব জমা দেয়। দেশী-বিদেশী প্রায় ৬০টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। সময়ের স্বল্পতার জন্য পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দরপত্র তৈরি হয়ে যাবে বলে তাঁরা আশা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরপর শুরু হয় নির্বাচন কমিশনের বিস্ময়কর সিদ্ধান্তহীনতার পর্ব। ইতিমধ্যে সরকার ৩০০ কোটি টাকার ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প অনুমোদন করলেও নির্বাচন কমিশনের কাজের তেমন কোন অগ্রগতি হয় না। দুই মাস পর অর্থাৎ ২১ শে মে সবাইকে বিস্মিত করে নির্বাচন কমিশন ৬০টি প্রতিষ্ঠানকে এক যুক্ত আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানায়। আলোচনার বিষয়ে বিকল্প প্রযুক্তি থাকলেও আলোচনা সেদিকে ধাবিত করা কমিশন কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। প্রায় সব কয়েকটি কোম্পানী নিজ নিজ প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৬ কোটি আইডি কার্ড প্রস্তুত করার সক্ষমতা প্রকাশ করে। জনাব ইসলাম দৃঢ়কণ্ঠে বলেন যে, আমরা কয়েকটা বিদেশী ও দেশী সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অনেক চিন্তা ভাবনা করে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে তবে আমাদের প্রস্তাব জমা দিয়েছি। তাই আমরা আশাবাদী যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা ভোটার আইডি কার্ড সরবরাহ করতে পারবো।"

আইবিসিএস প্রাইমেক্সের জনাব আবু আহমদ ভোটার আইডি কার্ড ও নির্বাচন কমিশনের সম্প্রতিক কার্যাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে নির্বাচন কমিশন তাদের যুক্ত আলোচনায় যখন জানতে চান যে কারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইডি কার্ড সরবরাহ করতে পারবেন তখন উপস্থিত ৬০ জন আবেদনকারীর মধ্যে ৫৭ জন দৃঢ়তার সাথে জানান যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তারা নির্বাচন কমিশনের আইডি কার্ড সংক্রান্ত কাজটা করে দিতে সক্ষম হবে। তারপরও নির্বাচন কমিশন কেন দ্বিধান্বিত তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি আরও বলেন যে, যদি সুষ্ঠুভাবে ভোটার আইডি কার্ড ও ডাটাবেস তৈরি করে দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর আস্থা বাড়বে। ছয় কোটি ভোটারের ডাটা এন্ট্রি ও ডাটাবেস তৈরির কাজের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার বাজারে বড় কাজ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে। ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে আর আইটি শিল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে এবং ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানী শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ভোটের কারচুপি রোধ করার উদ্দেশ্যেই ভোটার আইডি কার্ড প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়ায় জনাব আবু আহমদ মনে করেন যে ভোটার আইডি কার্ডে শুধু ভোটারের ছবি সংযোজন করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে আইডি কার্ডে আঙ্গুলের ছাপও রাখতে হবে। শুধুমাত্র তবেই ভোটের কারচুপী বন্ধ করা যাবে। আইডি কার্ডটা লেমিনেটেড করার ব্যাপারেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

মাল্টিলিংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শহীদুজ্জামান গভীর আগ্রহের সাথে জানান যে, আমাদের জাতীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে তাঁরা অংশ নিতে পারলে গৌরবান্বিত বোধ করবেন এবং জাতীর স্বার্থের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজটা করতে ব্যবস্থা নেবেন। তিনি আরও জানান যে, কাজটা খুব বড় হওয়ায় আরও কয়েকটা সহযোগী কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত ৬ মাসের মধ্যে কাজটা সম্পন্ন করার ব্যাপারে আবু আহমদ জানান যে, ওয়ার্ক অর্ডার পেলে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় কমপিউটার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার জন্য দেড় থেকে দুই মাস সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে ভোটার ডাটাবেস তৈরি ও ঐ ডাটাবেসে ভোটারদের ডাটা সংরক্ষণের কাজ শেষ করা হবে। প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট দেশে এসে পৌছালে ছবি ও আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহের কাজ পরবর্তী দু'মাসের মধ্যে শেষ করা হবে। শেষ দুই মাসে ভোটারদের ডাটা, ছবি ও আঙ্গুলের ছাপ সংযোজন করে নির্বাচন কমিশনে কার্ড পাঠানো শুরু হয়ে যাবে। ফলে নির্ধারিত সময়ের ভেতরেই ৬ কোটি ভোটারের ভোটার আইডি কার্ড তৈরি হয়ে যাবে।

নির্বাচন কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন দায়িত্বশীল কমপিউটার বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জানা গিয়েছে যে, ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার অবসানের জন্য দেশের কমপিউটার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কিছু নতুন পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সময়ের স্বল্পতার জন্য ৬ কোটি ভোটারকে আইডি কার্ড সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। সম্ভবতঃ শহরাঞ্চলের ভোটারদেরই প্রথমে আইডি কার্ড দেওয়া হবে। গ্রামাঞ্চলের ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেসে সংরক্ষণ করার কাজ চলবে এবং বছর খানেকের মধ্যে সব ভোটারকে আইডি কার্ড দেওয়ার কার্যক্রম শেষ হবে। নির্বাচন কমিশন তাঁদের এই অপারগতার জন্য অল্প দিনের মধ্যেই সরকারকে নির্বাচনের আইন সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাবেন।

ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ ও তাৎক্ষণিক সংরক্ষণের জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক থানায় পিসি বসানো হবে। পরে যাবতীয় তথ্য ঢাকায় সেন্ট্রাল ডাটাবেসে পাঠানো হবে। ঢাকায় শক্তিশালী ম্যাসিভলি প্যারালাল (৬০টি পেন্টিয়াম বিশিষ্ট) কমপিউটার স্থাপন করা হবে। কমপিউটার এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার কেনার জন্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন পড়বে।

নির্বাচন কমিশনের নতুন প্রস্তাবনায় আইডি বানানোর ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের সুবিধা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে সময়ের স্বল্পতা ও ব্যয় সংকোচনের জন্য আইডি কার্ডে আঙ্গুলের ছাপ ম্যাচিং পরিকল্পনা বাতিলের সুপারিশও থাকতে পারে।

টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী ভেন্ডাররা দুই পদ্ধতিতে কাজটা করার প্রস্তাব দিয়েছেন, অফলাইন ও অনলাইন। অফলাইন পদ্ধতিতে ছবি তোলার জন্য শুধু ফটো তোলার ক্যামেরা ব্যবহার করে ভোটারের বাড়ী থেকে ফটো সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠানো হবে। সেখানে ভোটার ডাটাবেস থেকে ভোটারের সংরক্ষিত ডাটার সঙ্গে ছবি ম্যাচিং করে আইডি কার্ড তৈরি করা হবে। অনলাইন পদ্ধতিতে ডিজিটাল ক্যামেরা ও

কমপিউটার নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত স্পটে নিয়ে ভোটারের ফটো তুলে ও কমপিউটার ডাটা এন্ট্রি করিয়ে ভোটারকে স্পটেই আইডি কার্ড দিয়ে দেওয়া যাবে।

ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা যায় ইলেকশন কমিশন অনলাইন পদ্ধতি গ্রহণের জন্যই সরকারের কাছে সুপারিশ করছে। অফলাইন পদ্ধতি প্রস্তাবকারী একটা প্রতিষ্ঠান, সপ্তসিন্ধু লিঃ এর এমডি জনাব ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী মন্তব্য করেছেন যে নির্বাচন কমিশন যদি অফলাইন পদ্ধতি গ্রহণ করেন তবে অনেক অল্প ব্যয়ে আইডি কার্ডের কাজটা সম্পন্ন করতে পারবে। এই পদ্ধতিতে ৬ কোটি লোকের ভোটার কার্ড করতে খরচ পড়বে ১৫০ কোটি টাকা। অন্যদিকে অনলাইন পদ্ধতিতে কাজটা সম্পন্ন করতে ৬০০ কোটি টাকা লাগবে বলে তিনি দাবী করেন।

আইবিসিএস প্রাইমেক্সের আবু আহমদ এই দুই পদ্ধতির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, যদি ৬ কোটি ভোটারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটার আইডি কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয় তবে অনলাইন পদ্ধতির কোন বিকল্প নাই। তিনি উল্লেখ করেন যে টঙ্গি পৌরসভার নির্বাচনে ছবি উঠিয়ে পরে ডাটাবেসে সংরক্ষিত ভোটারের তথ্যের সঙ্গে ম্যাচ করে আইডি কার্ড বানাতে সময়ের প্রচুর অপচয় হয়। টঙ্গির ভোটার সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। তাই এই পদ্ধতিতে আইডি কার্ড করার পরিকল্পনা নিলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্ড তৈরি করা যাবে না।

আলোচনা কালে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির প্রেসিডেন্ট সাজ্জাদ হোসেন কিন্তু ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে, অন লাইন পদ্ধতিতে ভোটার আইডি কার্ড করতে গেলে ২ বছর সময় লেগে যাবে। তবে নির্বাচন কমিশন যদি অল্প সময়ের মধ্যে করতে চায় তবে অফলাইন পদ্ধতি ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সাজ্জাদ হোসেন আইডি কার্ডে আঙ্গুলের ছাপ সংযোজনের পরিকল্পনারও ঘোর বিরোধী। তিনি দাবী করেন যে পৃথিবীর কোন দেশের আইডি কার্ডেই ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ নেই।

অফ লাইন পদ্ধতির আরেকজন সমর্থক আনন্দ কমপিউটার্সের মোস্তফা জব্বার বলেন যে, এই পদ্ধতির আরেকটা লাভজনক দিক হল যে ভোটারদের ফটো সংগ্রহের জন্য ভোটারদের বাড়ী গিয়ে তুললেই হবে। অন্যদিকে অন লাইন পদ্ধতি কার্যকর করতে গেলে নির্বাচন কমিশনকে ১ লাখ কেন্দ্র খুলতে হবে।

দেশের কমপিউটার ভেন্ডারদের অনেকে মনে করেন যে টেন্ডারের কাজ শেষ হলে যে কমপিউটার কোম্পানীকে প্রকল্প বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব দেওয়া হবে সেই কোম্পানীকে নির্বাচন কমিশনের উচিত অগ্রিম আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা। কারণ দেশের অনেক কমপিউটার এই রকম বিরাট প্রকল্প নিজ খরচে প্রতিষ্ঠানেরই সম্পন্ন করার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই।

ছয় কোটি ভোটারের ডাটাবেস ভিত্তিক ভোটার আইডি কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনাকে দেশের কমপিউটারায়নের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন কমপিউটার জগৎ-এর উপদেষ্টা বিখ্যাত কমপিউটার বিশেষজ্ঞ ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী। তিনি আরও বলেন যে, দেশের এই বৃহত্তম কমপিউটার ভিত্তিক প্রকল্পটি যদি সফলভাবে করা যায় তবে এই অভিজ্ঞতা এবং এর সঙ্গে গড়ে ওঠা দক্ষ শ্রমশক্তিকে দেশের অন্যান্য প্রকল্পেও নিয়োগ করে দেশের কমপিউটারায়নের ধারাকে দ্রুততর করা যাবে। এই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীমুখী ডাটা এন্ট্রি শিল্পেও বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। ভোটার আইডি কার্ডের প্রবর্তন পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য দেশের ন্যাশনাল বা মাল্টি পারপাজ আইডি কার্ডের মত আমাদের দেশেও আরও তথ্য সম্বলিত আইডি কার্ড চালু করার পর্যায়ে যাওয়ার পথ সুগম করবে। সেই সঙ্গে ভোটার ডাটাবেস থেকে ন্যাশনাল ডাটাবেস তৈরির জন্যও সচেষ্ট হতে হবে।

দেশের এই সর্ব বৃহৎ কমপিউটার সম্পর্কিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে থানা পর্যায়ে যদি কমপিউটার চলে যায় এবং বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যদি নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ডাটাবেসের সঙ্গে, সংযুক্ত থাকে তবে থানার অন্যান্য ডাটাও কেন্দ্রের পক্ষে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং থানাগুলোর যাবতীয় কর্মকান্ডের সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে। ফলে সর্বশেষ তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে যদি আগামী বছরগুলোতে উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও বাস্তবায়নের কাজ করা সম্ভব হয় তবে এই কমপিউটারায়নের ফলে আমাদের থানাগুলোর অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার কাজ শুরু ও সম্ভব হবে। ★

কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য বিশেষ সুযোগ

মাসিক কমপিউটার জগৎ গ্রাহক হওয়ার জন্য জুলাই মাস থেকে বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে। এখন থেকে একজন দুই বছরের জন্য অথবা দুইজন একত্রে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে চাইলে মাত্র ৩০০/= (তিনশত) টাকা নগদ/পে-অর্ডার/মানি অর্ডারের মাধ্যমে পাঠালেই চলবে। ঢাকা শহরের গ্রাহক ব্যতীত চেক গ্রহনযোগ্য নয়। এছাড়া ৬ মাসের জন্য গ্রাহক ফী ১১০/= টাকা এবং এক বছরের জন্য ২০০/= (দুইশত) টাকা মাত্র। গ্রাহক চাঁদা পাঠাতে হবে 'কমপিউটার জগৎ"-এই নামে। ঠিকানা ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।

পত্রিকা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠানো হয়

Now a very powerful combination!

digitek™

DIGITEK 386DX-40	DIGITEK 486DX-33	DIGITEK 486DX2-66
80386DX-40	INTEL 80486DX-33	INTEL 80486DX2-66
40 MHz	33 MHz	66 MHz
4 MB	4 MB	4 MB
128 KB	256 KB	256 KB
1.44 MB (3.5")	1.44 MB (3.5")	1.44 MB (3.5")
210 MB	340 MB	420 MB
SUPER MINI TOWER	SUPER MINI TOWER	SUPER MINI TOWER
101 KEYS KEYBOARD	101 KEYS KEYBOARD	101 KEYS KEYBOARD
3 BUTTON	3 BUTTON	3 BUTTON

SYSTEM COMES WITH SVGA MONO MONITOR/ SVGA COLOR MONITOR 28mm, LOW RADIATION, N/I

Please Call : 817564, 323927

Sole Distributor :

IPSITA COMPUTERS PTE LTD.

78, Kazi Nazrul Islam Avenue (3rd & 4th Floor)
Farmgate, Dhaka-1215, Bangladesh.
Tel : 817564, 323927, Fax : 880-2-817564